বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯

(২০০৯ সনের ৪৪ নং আইন)

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান;

এবং জনস্বার্থে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন অপরিহার্য;

এবং যেহেতু বাংলাদেশ টেলিভিশনের টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথাঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) ‘টেরেস্ট্রিয়াল’ অর্থ ভূনির্ভর সম্প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা;

(খ) 'টেরেস্ট্রিয়াল সমপ্রচার' অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে টাওয়ার, এ্যান্টেনা এবং ট্রান্সমিটার স্থাপনক্রমে এমন টেলিভিশন সম্প্রচার পদ্ধতি যাহা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (ITU) কর্তৃক নির্ধারিত VHF Band-III, UHF Band-IV এবং UHF Band-V এর Frequency ব্যবহার করিয়া প্রতিষ্ঠিত;

(গ) ‘বিটিভি’ অর্থ বাংলাদেশ টেলিভিশন;

(ঘ) 'ব্যক্তি' অর্থে আইনগত স্বত্বাবিশিষ্ট ব্যক্তি অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) 'সমপ্রচার পদ্ধতি' অর্থ সমপ্রচার কেন্দ্রের আওতাভুক্ত গ্রাহক টেলিভিশন সেটের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান অবলোকন এবং শ্রবণ করিতে পারিবেন এইরূপ

পদ্ধতি;

(চ) 'VHF Band-III' অর্থ Very High Frequency, 174-230 MHz;

(ছ) 'UHF Band -IV' অর্থ Ultra High Frequency,520-606 MHz;

(জ) 'UHF Band-V' অর্থ Ultra High Frequency, 606-704 MHz.

টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার, সংরক্ষণ, ইত্যাদি

৩। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কর্তৃক টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য নির্ধারিত VHF Band-III, UHF Band- IV এবং UHF Band -V কেবল বিটিভি'র জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

যন্ত্রপাতি ক্রয়, সংগ্রহ বা অধিকার রাখার উপর বাধা-নিষেধ

৪। বিটিভি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচারের লক্ষ্যে কোন যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে বা অধিকারে রাখিতে পারিবে না।

অপরাধ ও দণ্ড

৫। (১) এই আইনের ধারা ৩ ও ৪ এর বিধান লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১(এক) কোটি টাকা কিন্তু অন্যুন ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধ পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ২(দুই) কোটি টাকা কিন্তু অন্যুন ১(এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ধারা ৪ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সংগ্রহ করিলে বা অধিকারে রাখিলে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার উক্ত যন্ত্রপাতি তাৎক্ষণিকভাবে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

বিধি দ্বারা অপরাধ নির্ধারণ ও দণ্ডারোপ

৬। এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংগঠনের জন্য দন্ড নির্ধারণ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ দণ্ড ২(দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৭। (১) কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না